৪ বর্ষ ৩৬ সংখ্যা ২৫ জানুয়ারি ২০০২/১২ মাঘ ১৪০৮

এই শতাব্দীর সাপ্তাহিক ২০০০

সন্ত্রাস আজ আমাদের দেশে সামাজিক ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। খুন, ছিনতাই, অপহরণ, চাঁদাবাজি নিত্যদিনের ঘটনা। ক্রমেই বাড়ছে সন্ত্রাসীদের দৌরাত্ম্য। অতীতে এই সন্ত্রাসীরাই পেয়েছে রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা। অথচ রাজনৈতিক নেতারাই জনসভায় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছে। বিগত সরকারের আমলে সন্ত্রাস রাজনৈতিক মদত পেয়ে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। ১ অক্টোবরের নির্বাচনের পর সন্ত্রাসীরা তাদের রঙ পাল্টিয়ে ফেলে। ক্ষমতাসীন জোটের আশ্রয় পাওয়ার চেষ্টা করে। সারা দেশে বেড়ে যায় সহিংসতা। জোট সরকার সন্ত্রাস দমনের জন্য গ্রেপ্তার করে দলীয় সংসদ সদস্য পিন্টুকে।

অক্টোপাসের মতো সন্ত্রাস আজ সমাজে ছোবল হেনেছে। সন্ত্রাসের কারণে জনগণ অতিষ্ঠ। ভুক্তভোগী জনগণ যেন রাজনৈতিক দল, পুলিশ প্রশাসনের ওপর ভরসা রাখতে পারছে না। সন্ত্রাস দমনে তারা পরিকল্পিতভাবে এগিয়ে আসছে লাঠি ও বাঁশি নিয়ে। জনতার এই লাঠি ও বাঁশি একদা সন্ত্রাসের জনপদ নাটোরে এনে দিয়েছে শান্তি। রাজধানীর ক্রাইম জোন গোপীবাগের সন্ত্রাসীরা ঐক্যবদ্ধ জনগণের লাঠি ও বাঁশির কাছে হার মেনেছে। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে শান্তিকামী জনগণকে জাগ্রত করতে এগিয়ে এসেছেন এলাকার একজন শওকত আলী বা আবদুস সালাম।

জনগণ আজ বুঝতে পারছে সন্ত্রাসের পৃষ্ঠপোষক কারা। তাই পুলিশে ভরসা বা রাজনৈতিক ব্যানারে নয়, সংগঠিত হচ্ছে নিজেরাই। নাটোর ও গোপীবাগের জনগণের প্রতিরোধ ছড়িয়ে পড়ুক সারা দেশে। জনতার বিবেক ও সাহস রুখে দিক সন্ত্রাসী ও তাদের পৃষ্ঠপোষকদের। জনতার সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ গঠনের স্বপ্ন হোক বাস্তবায়িত।